মাহে রমজান ঈমান ও তাকওয়া বৃদ্ধি করে

এম জসীম উদ্দিন

হিজরী বর্ষের নবম মাস রমজান। মহানবী (সা.)-এর প্রসিদ্ধ বাণী- 'বুনিয়াল ইসলামী আলা খামসিন।' অর্থাৎ পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলামের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত। পবিত্র রমজানের রোজাব্রত পালন সেই পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। রোজা এমন একটি ইবাদত, যা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পালন করা হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে পানাহার ও যৌনাচার করার সুযোগ পরিহার করেই রোজা রাখেন একজন রোজাদার। সুতরাং রমজান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকীম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েয নেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর উপর পূর্ণ রমজান রোযা রাখা ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।-সূরা বাকারা (২) : ১৮৩

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থ:সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।- সূরা বাকারা (২) : ১৮৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين،

وفي رواية : صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته، فإن عم عليكم فاكملوا العدد.

যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা রাখবে আর যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকেরোযা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন রোযা রাখবে। সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৮০ (১৭-১৮)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে, রমজান মাসের রোযা রাখা ফরয, ইসলামের আবশ্যক বিধানরূপে রোযা পালন করা ও বিশ্বাস করাও ফরয।তাছাড়া কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া কোন মুসলমান যদি রমযান মাসের একটি রোযাও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করেতাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে। দ্বীনের মৌলিক বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঈমানইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদীস শরীফে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারী ও ভঙ্গকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

রমজানের মূল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্ব প্রকার নাফরমানি কাজ থেকে দূরে থাকার নামই ‘তাকওয়া’। পবিত্র এ মাসে আত্মসংযমের মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটে ও সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি, নৈকট্যলাভ এবং ক্ষমা লাভের অপূর্ব সুযোগ হয়। এজন্যই হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহর রাসুল (স.) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘রোজা ছাড়া আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য। কিন্তু রোজা আমার জন্য। তাই আমি এর প্রতিদান দেব।’ (বুখারি: ১৯০৪)

রোজা বান্দার মনে আল্লাহর ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে থাকে। আল্লাহর কাছে বান্দার মান-মর্যাদা নির্ধারণের একমাত্র উপায় তাকওয়া। এটিই মানুষের মনে সৎ ও মানবিক গুণাবলি সৃষ্টি করে। তাছাড়া হারাম বর্জন করে যথার্থভাবে সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদত করতে পারলেই রমজান স্বার্থক হয়। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে তোমরা তাকওযা অবলম্বন কর। (সূরা বাকারা, আয়াত:১৮৩)

রোজা দ্বারা মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টির পাশাপাশি গুনাহের প্রতি ঘৃণা জন্মায়। মাহে রমজানের রোজা মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে চলার শিক্ষা দেয়। হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি ও আত্ম-অহংবোধ ভুলে গিয়ে সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ প্রতিষ্ঠার মাসই হলো মাহে রমজান। সিয়াম সাধানার কারণে একজন রোজাদার বহুমুখী সুফল লাভের অধিকারী হয়। সে তখন রোজার মতো ইবাদতটির বহুবিধ উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হয়। সে তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারে যে, রোজা তথা মাহে রমজান কেবল উপবাসের নামে একটি ইবাদতকে সাথে নিয়ে আসেনি, বরং অসংখ্য উদ্দেশ্যে নিয়ে এই মাসটির আগমন ঘটেছে, যার ইবাদতগুলো রাত্র-দিন চব্বিশ ঘণ্টা ধারাবহিকভাবে সাজানো। সিয়াম সাধনায় মানুষ মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী হয়; সে মানুষের অমানবীয় ও অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট সহজেই অনুভব করতে সক্ষম হয়। এ মাসটি কুরআনের মাস। এ মাস ইবাদতের মাস। মানবতা

প্রদর্শনের মাস। এ মাস সমাজ গঠনের মাস এবং হালাল রুজি উপার্জনের শপথ গ্রহণের মাস। এ কারণে একজন রোজাদার ব্যক্তির মাহে রমজানে অসংখ্য বিষয়ের অনুশীলন করতে হয় এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে সে জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়ে থাকে।

মহানবী (স.) রমজান মাসকে 'সহমর্মিতার মাস' বলে আখ্যায়িত করেছেন। দীর্ঘদিন রোজা রাখার কারণে রোজাদারের মধ্যে দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি সহমর্মিতাবোধ জাগ্রত হয়। সহমর্মিতা জ্ঞাপন করার জন্য মহানবী (স.) রমজান মাসে অধিক পরিমাণে দান করতেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'আল্লাহর রাসুল (স.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। রমজান মাসে তিনি আরও অধিক দানশীল হয়ে উঠতেন...' (বুখারি: ৬)

মাহে রমজানের রোজা মুসলমানদের আদর্শ চরিত্র গঠন, নিযয়মানুবর্তিতা ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের শিক্ষা দেয়। সত্যিকার মুমিন হিসেবে গড়ে ওঠার অনুপম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাস এ রমজানুল মোবারক। উম্মতে মুহাম্মদীর নৈতিক চরিত্র উন্নত করে সাহাবায়ে কিরামের মতো আদর্শ জীবন গঠন করার প্রশিক্ষণ এ মাসেই গ্রহণ করতে হয়। রোজা মানুষকে প্রকৃত ধার্মিক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়। রোজাদারদের ইবাদত-বন্দেগির ভেতর দিয়ে সব ধরনের অন্যায়-অত্যাচার, অশোভন-অনাচার, দুরাচার-পাপাচার ও যাবতীয় অকল্যাণকর কাজকর্ম থেকে বিরত হয়ে সংযম সাধনার পথ ধরে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণের শিক্ষা দেয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করে একত্রে ইফতার, দীর্ঘ তারাবি নামাজ, সেহির—এ সবকিছুর মধ্য দিয়ে একজন রোজাদার ব্যক্তি মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। ঈদুল ফিতরের উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে মাহে রমজানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

রমজান শেষ হওয়ার সাথে সাথে একজন প্রকৃত রোজাদার নিষ্পাপ শিশুর মতো নতুন এক জীবন লাভ করেন। রমজানে ধৈর্যধারণের কষ্ট অপরের কষ্টকে উপলব্ধি করতে শেখায়, একইসঙ্গে অসহায়কে সহযোগিতা করার মনোভাব তৈরি করে। দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার মাধ্যমে যে আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়, এর প্রভাবে মুমিন জীবনে আচার-আচরণ ও চাল-চলনে সৌন্দর্য ফিরে আসে, নিয়ন্ত্রণবোধ জাগ্রত হায় রূঢ় ব্যবহার ও বেহায়াপনার ওপর। বস্তুত এসবই রোজার মাহাত্ম্য এবং ইসলামের বিশেষ সৌন্দর্যের প্রভাব।

পবিত্র রমজানের শিক্ষা ও তাৎপর্য অপরিসীম। রমজানের মানবিক ও ঔদার্যময় শিক্ষাকে যদি আমরা সমাজ সংশোধনে কাজে লাগাতে পারি, তবেই মাহে রমজানের সিয়াম সাধনা আমাদের জীবনে সার্থক ও সফল রূপ পরিগ্রহ করবে। যদিও প্রকৃতপক্ষে সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য, তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। তবুও রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তা হল- অন্যান্য সকল ইবাদতের কাঠামোগত ক্রিয়াকলাপ, আকার-আকৃতি ও নিয়ম পদ্ধতি এমন যে, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। মুখে প্রকাশ না করলে ও অনেক সময়য়তার অন্তরে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব সৃষ্টি হতে পারে। তার অনুভূতির অন্তরালে এ ধরনের ভাব লুকিয়ে থাকে। তা সে অনুভব করতে না পারলেও তার ভিতরে অবচেতনভাবে বিদ্যমান থাকে। ফলে সেখানে নফসের প্রভাব এসে যায়। পক্ষান্তরে রোযা এমন এক ইবাদত, তার-আকার আকৃতি এরূপ যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। রোযাদার ব্যক্তি নিজ মুখে রোযার বিষয়টি প্রকাশ না করলে সাধারণত তা আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো নিকট প্রকাশিত হওয়ার মত নয়।

মানবজীবনে মাহে রমজান ও রোজার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য অপরিসীম। ধর্মীয় দিক থেকে রোজা ঈমান ও তাকওয়া তথা খোদাভীতি বৃদ্ধি করে। তাই রোযার ক্ষেত্রে মাওলার সন্তুষ্টির বিষয়টি একনিষ্ঠভাবে প্রতিভাত হয়। একারণেই রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মাঝে বিস্তর ব্যবধান। ফলে মাহে রমজানের গুরুত্ব অনুধাবণ করে এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে রোজা রাখা এবং রমজানের দিন-রাত্রি তথা প্রতিটি মুহূর্তকে সফলতার সঙ্গে অতিবাহিত করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর একান্ত দায়িত্ব।

#

লেখক : এম জসীম উদ্দিন

পিআইডি ফিচার